ইস্টবেঙ্গল সমাচার

এপ্রিল-মে ২০২৩ ■ দাম - ১০ টাকা

শুভ ১৪৩০

ইস্টবেঙ্গলে বারপুজো মহাসমারোহে

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে সংবর্ধিত করছেন ইস্টবেঙ্গল সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত

ইস্টবেঙ্গল মেম্বার্স লাউঞ্জ উদ্বোধনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম

সূচি

ইস্টবেঙ্গলে বারপুজো মহাসমারহে

এপ্রিল-মে, ২০২৩

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তা শিলিগুড়িতে ২-৩

সমাচার প্রতিবেদন : দু'বছরের চুক্তিতে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের কোচের দায়িত্বে কুয়াদ্রাত ৪

সমাচার প্রতিবেদন : কুয়াদ্রাতকে নিয়ে আশাবাদী প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা ৫

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের বারপুজো নিয়ে মাতোয়ারা সমর্থকরা ৬

অরূপ পাল : 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে আপ্লুত সম্মানীয়রা ৭

১৪৩০ বারপুজো জমজমাট ৮

'দীপক জ্যোতি' সম্মান ৯

সমাচার প্রতিবেদন : কুমারটুলি পার্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গলের ফলক নামা ১০

সমাচার প্রতিবেদন : ইমামি ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে হারাল এটিকে মোহনবাগানকে ১১

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের শেষ প্রহরী আদিত্য ১২

কুশল চক্রবর্তী : ইস্টবেঙ্গলের ভালো হোক কেউ কেউ চায় না ১৩-১৪

গৌতম ভট্টাচার্য: প্রিন্স সেলিম দুরানিও পাননি "অনারকলি"-কে ১৫

ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুল ও ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুল ১৬

ইস্টবেঙ্গল ফ্যানদের রক্তদান শিবির

ইস্টবেঙ্গল সমর্থক ফোরাম রেড অ্যান্ড গোল্ড লিগাসি আয়োজিত সম্প্রতি রক্তদান শিবির শোভাবাজার হার্টখোলা অঞ্চলে। ৮৭ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ইস্টবেঙ্গল সহ সচিব রূপক সাহা। হাজির ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার বিকাশ পাঁজি, সুমিত মুখার্জি, ফাল্গুনী দত্ত। শুধু রক্তদান শিবির নয়, সারাবছর বিভিন্ন সামাজিকমূলক কাজও করে রেড অ্যান্ড গোল্ড লিগাসি ইস্টবেঙ্গল সমর্থক ফ্যান ক্লাব।

সম্পাদকীয়

শুভ নববর্ষ। নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন দেখা শুরু ইমামি ইস্টবেঙ্গলের। আর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেই বাংলা বছরের শুরু থেকেই তৎপর লাল-হলুদ কর্তারা। গত দু'বছরের সব ব্যর্থতা ভুলে নতুন মরশুমে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন লাল-হলুদ কর্তারা। আর সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পৌঁছতে হাতে হাত মিলিয়েছেন ইনভেস্টার ইমামি। ইমামি কর্তাদের সহযোগিতায় এবার ভালো দল গড়ার উদ্যোগ নিয়েছেন লাল-হলুদ কর্তারা। বাংলা বছরের শুরুতে দু'বছরের জন্য স্প্যানিস কার্লেস কুয়াদ্রাতকে কোচ হিসেবে নিযুক্ত করে ভারতীয় ফুটবলে চমক দেখিয়েছেন ইমামি ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। শুধু ভালো কোচ নিয়োগই নয়, এবার ভালো দল গড়ছেন ক্লাব কর্তারা। ভাল দল করার পাশাপাশি কলকাতা ময়দানে ফের চমক দেখিয়েছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে অবস্থিত ১০৩ বছরের ক্লাবটি। সত্যি কথা বলতে কী, ময়দানে ইস্টবেঙ্গল আজ যা করে, তা অন্য ক্লাবগুলো করে আগামীকাল। মিউজিয়াম, গ্রন্থাগার করার পর এবার লাল-হলুদ কর্তারা উদ্বোধন করলেন মেম্বার্স লাউঞ্জ। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ময়দানে এমন লাউঞ্জ এই প্রথম। সুসজ্জিত এই লাউঞ্জে খাবার থেকে পানীয়, মিলবে সবই। বড় টিভিতে দেখা যাবে খেলা। একেবারে বিদেশি ধাঁচে গড়ে তোলা হয়েছে এই লাউঞ্জ। তাই বলা যেতেই পারে শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এখন আধুনিকতার ছোঁয়া। এই লাউঞ্জ নিয়ে অনেকে বিরূপ মন্তব্য করলেও, আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নই। তার কারণ ভালো কাজ করতে গেলে অনেকে সমালোচনা করবেই। তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। আমাদের লক্ষ্য এগিয়ে চলা। সেই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে চলবো, সমস্ত বাঁধাকে উপেক্ষা করে। যেটা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বরাবরই করে এসেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্য-সমর্থকদের কাছে আবেদন আপনারা সবাই ক্লাবের পাশে থাকুন। তা হলেই স্বপ্ন দেখা সার্থক হবে আমাদের। সব শেষে বলি 'জয় ইস্টবেঙ্গল'।

স্বাগত ১৪৩০। সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপন দাতাদের জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার পড়ুন ও পড়ান

ইস্টবেঙ্গল তাঁবু, অনলাইন ও ইস্টবেঙ্গল সমাচারের ফেসবুক পেজে পাওয়া যাচ্ছে।

ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তা শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়িতে ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তার ফলক।

ফলকনামার সামনে ইস্টবেঙ্গলের সহ সচিব রূপক সাহা, কার্যকরী সমিতির সঞ্জীব আচার্য সদস্য ও প্রাক্তন ফুটবলার সুমিত মুখার্জি।

শিলিগুড়িতে ইস্টবেঙ্গলে রাস্তা ফলক উদ্বোধন মঞ্চে ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারকে সংবর্ধিত করছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

ইস্টবেঙ্গলে রাস্তা ফলক উদ্বোধন মঞ্চে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার সহ প্রাক্তন ফুটবলার মিহির বসু, প্রশান্ত ব্যানার্জী, অতনু ভট্টাচার্য।

সমাচার প্রতিবেদন : ৩০ এপ্রিল রবিবার ২০২৩। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে এক ঐতিহাসিক দিন। কারণটা আর কিছুই নয়। ১০৩ বছরে পা রাখা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামে রাস্তা হল শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাস্তার (বিএসএনএল অফিসের মোড় থেকে গান্ধিমূর্তি পর্যন্ত) নাম হল 'ইস্টবেঙ্গল রোড'। ৩০ এপ্রিল বিকেলে 'ইস্টবেঙ্গল রোড' এর উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ সচিব রূপক সাহা, ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলী, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, সদানন্দ মুখার্জি, সঞ্জীব আচার্য। এ ছাড়া হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন ছয় অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রশান্ত ব্যানার্জি, মিহির বসু, বিকাশ পাঁজি, সুমিত মুখার্জি হাজির ছিলেন লাল-হলুদের প্রাক্তন ফুটবলার অতনু ভট্টাচার্য, অলোক মুখার্জী, কৃষ্ণেন্দু রায়। 'ইস্টবেঙ্গল রোড' উদ্বোধনে হাজির ছিলেন পুরনিগমের আধিকারিকরা। ছিলেন শিলিগুড়ি ক্রীড়া মহকুমা পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, প্রাক্তন দুই ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ভারতী ঘোষ, মান্তু ঘোষ, ডাঃ শেখর চক্রবর্তী।

ইস্টবেঙ্গলে রাস্তা ফলক উদ্বোধনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় লাল-হলুদ সহ সচিব রূপক সাহা, কর্তা দেবব্রত সরকার সহ অন্যান্য কর্তারা।

রাস্তার নামকরণ মঞ্চে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের কর্তা ও প্রাক্তন ফুটবলাররা।

শোভাযাত্রায় লাল-হলুদ কর্তা দেবব্রত সরকারের সঙ্গে প্রাক্তন ফুটবলার বিকাশ পাঁজি, অলোক মুখার্জি, কৃষ্ণেন্দু রায়, মিহির বসু, প্রশান্ত ব্যানার্জি।

উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট পোস্কাস বলরাম, পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। ইস্টবেঙ্গল রোড উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ১০ নম্বর গেট থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে শোভাযাত্রা শেষ হয় অনুষ্ঠান মঞ্চে। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পা মেলান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তা, প্রাক্তন ফুটবলারদের পাশাপাশি শিলিগুড়ির বিভিন্ন ফুটবল আকাডেমির শিক্ষার্থী এবং সদস্য সমর্থকরা। শহর শিলিগুড়ি বরাবর লাল-হলুদের শহর বলেই পরিচিত। এখানে বহু ইস্টবেঙ্গল সমর্থক রয়েছে। তাই শহরে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তা হওয়ায় খুশি সদস্য, সমর্থকরা। 'ইস্টবেঙ্গল রোড' উদ্বোধন করে মেয়র গৌতম দেব বলেন, শিলিগুড়িতে ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তা হওয়ায় খুশি স্থানীয় মানুষরা। বিশেষ করে লাল-হলুদ সমর্থকরা। ইস্টবেঙ্গলের কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার বলেন, শিলিগুড়ি শহরটা লাল-হলুদের। আমরা চাই এখানে ফুটবল আকাডেমি করতে। পুরনিগমকে ধন্যবাদ তাদের

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শিলিগুড়ির ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা।

আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাস্তাটি হয়েছে। প্রাক্তন ভারতীয় তথা ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলী বলেন, এরকম একটি ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। 'ইস্টবেঙ্গল রোড' উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি শহরটাকে এত সুন্দরভাবে লাল-হলুদ পতাকার পাশাপাশি ক্লাবের গৌরবময় ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল যে বোঝাই যাচ্ছিল না এটা কলকাতা নাকি শিলিগুড়ি। ইস্টবেঙ্গলের গড় হল এই বলে লাল-হলুদ সমর্থকদের দাপট দেখা যেত। এবার 'ইস্টবেঙ্গল রোড' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দাপট দেখা গেল লাল-হলুদের

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলারদের সঙ্গে সমর্থকরা।

দু'বছরের চুক্তিতে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের কোচের দায়িত্বে কুয়াদ্রাত

সমাচার প্রতিবেদন : সের্জিও লোবেরা নন, ইমামি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নতুন কোচের দায়িত্বে কার্লোস কুয়াদ্রাত। দু'বছরের চুক্তি হয়েছে কুয়াদ্রাতের সঙ্গে। ২৫ এপ্রিল ২০২৩, ইমামি ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসেবে কুয়াদ্রাতের নাম ঘোষণা করেন লাল-হলুদ কর্তারা। ৪ সহকারী নিয়ে তিনি কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। আগামী দু'বছর। ভারতীয় ফুটবলে কুয়াদ্রাত নতুন নাম নয়। ২০১৬ সালে কুয়াদ্রত বেঙ্গালুরু এফসি'র সহকারী কোচ হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০১৮-১৯ মরশুমে টানা ১১টি ম্যাচে অপরাজিত ছিল বেঙ্গালুরু। তাঁর কোচিংয়ে সেবার আইএসএল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় বেঙ্গালুরু এফসি। ২০১৮ থেকে ২০২১ কুয়াদ্রত তিন বছর সুনীল ছেত্রীদের বেঙ্গালুরু এফসির কোচের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কোচিং শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়া নয়, দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়েছিল বেঙ্গালুরু। ২০১৯-২০ মরশুমে কার্লেস কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে এএফসি কাপ বাছাই পর্বে পারো এফসি কে ৯-২ গোলে হারিয়েছিল বেঙ্গালুরু। যা বিদেশি দলের বিরুদ্ধে কোনও ভারতীয় ক্লাবের সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড।২০২১-২২ মরশুমে তিনি সাইপ্রাসের ক্লাব অ্যালিস লিমাসোলে যোগ দেন। সেখানেও তিনি বেশ সফল। প্রথমবার তাঁর কোচিংয়ে উয়েফা ইউরোপিয়ান টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে সাইপ্রাসের ক্লাব অ্যালিস লিমাসোল। ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেওয়ার আগে কুয়াদ্রাত কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডেনমার্কে এফসি মিডজায়েল্যান্ডের। বার্সেলোনার বাসিন্দা কুয়াদ্রাত মাত্র দশ বছর বয়সে ফুটবলে আবির্ভাব ঘটে লা মাসিয়া আকাডেমিতে। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮, টানা দশ বছর বার্সেলোনার জার্সি গায়ে যুব দলের হয়ে চুটিয়ে ফুটবল খেলেছেন। এরমধ্যে দু'বার অনূর্ধ্ব ১৯ স্প্যানিস কাপ চ্যাম্পিয়ন দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। কুয়াদ্রাতের সতীর্থ ছিলেন গ্যারি লিনেকারের মতো তারকা ফুটবলার। কোচ হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু গাভা দলের হয়ে। গাভা ক্লাবে তিন বছর কোচের দায়িত্ব পালন করার পর তিনি ফিরে যান বার্সেলোনায়। বার্সেলোনার অনূর্ধ্ব ১৫ দলের সহকারী কোচ হিসেবে বেশ কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেন কুয়াদ্রাত। এরপর বেশ কয়েক বছর বার্সেলোনার বিভিন্ন যুব দলের কোচের দায়িত্ব পালন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কুয়াদ্রাতের কোচিং জীবনের শুরু তুরস্কের সেরা ক্লাব গালতাসারেতে। ২০০৯-২০১০ সালে এই স্প্যানিস কোচ ইস্তান বুলের ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত ফুটবলার ফ্রাঙ্ক রাইকার্ডের কোচিং টিমের কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে।

গালতাসারের জার্সির রং লাল-হলুদ এই ক্লাবের সমর্থকরা ম্যাচ থাকলেই গ্যালারিতে লাল-হলুদ করে তুলতেন। শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দায়িত্ব নিয়ে বেশ খুশি স্প্যানিস কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তিনি বলেছেন, ভারতে ফিরে ফের কোচের দায়িত্ব নিয়ে বেশ ভালো লাগছে। সবচেয়ে বড় কথা ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহ্যশালী ক্লাবের দায়িত্ব নিতে পেরে আমি খুবই খুশি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রচুর সমর্থক রয়েছে। দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়ামে আমি ইস্টবেঙ্গলের কোচিং করানোর অপেক্ষায়। আগামী দুই বছর ইস্টবেঙ্গল দলের সাফল্য ফিরিয়ে আনতে চেষ্টার ত্রুটি রাখব না। ভারতীয় ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের বহু রেকর্ড রয়েছে। সেটা বজায় রাখতে হবে। কোচ হিসেবে কুয়াদ্রাত দায়িত্ব নেওয়ার খুশি লাল-হলুদ কর্তাদের পাশাপাশি সদস্য- সমর্থকরা। তাঁর কোচিংয়ে ইস্টবেঙ্গল ভাল পারফরম্যান্স করবে বলে আশায় বুক বাঁধছেন সমর্থকরা। এখন দেখার কুয়াদ্রাতের হাত ধরে ভারতীয় ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল ফের স্বমহিমায় ফিরে আসতে পারে কিনা!

কুয়াদ্রাতকে নিয়ে আশাবাদী প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা

সমাচার প্রতিবেদন : গত তিন বছর আইএসএল টুর্নামেন্টে খেললেও সাফল্য সেভাবে পায়নি ১০৩ বছরে পা রাখা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। রবি ফাউলার, ম্যানুয়েল মানেলো ডিয়াজ, স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন-এরা কেউ লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে অবস্থিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে সাফল্য এনে দিতে পারেননি। তাই নতুন মরশুমে আইএসএল টুর্নামেন্টে সফল কোচকে দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন লাল-হলুদ কর্তাদের পাশাপাশি ইনভেস্টার ইমামি কর্তারা। সের্গিও লোবেরা কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকলেও তিনি শেষ মুহূর্তে কথা রাখেননি। ফলে বেঙ্গালুরু এফসিকে চ্যাম্পিয়ন করানো কার্লেস কুয়াদ্রাতকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করেন লাল-হলুদ কর্তারা। নতুন কোচের সঙ্গে দু'বছরের চুক্তি ইস্টবেঙ্গলের। অতীতে বেশ কিছু সাফল্য রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেওয়া এই স্প্যানিশ কোচের। এবার লাল-হলুদ সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবেন কি না তা অবশ্য সময়ই বলবে। তবে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের পাশাপাশি প্রাক্তন ফুটবলাররা বেশ আশাবাদী স্প্যানিস কোচ কুয়াদ্রাতকে নিয়ে।

প্রশান্ত ব্যানার্জী : ভারতীয় ফুটবলে বেশ পরিচিত নাম কার্লেস কুয়াদ্রাত। ২০১৯ সালে আইএসএল টুর্নামেন্টে ওর হাত ধরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি। আশাকরি এবার কুয়াদ্রাতের কোচিং ইস্টবেঙ্গল আইএসএল টুর্নামেন্টে নজরকাড়া ফুটবল খেলে চ্যাম্পিয়ন হবে। শুধু কোচের ওপর ভরসা করে কোনও দল সাফল্য পায় না। এরজন্য দরকার ভালো মানের ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়া। আশাকরি কুয়াদ্রাতের পরামর্শে এবার ইস্টবেঙ্গল দল বেশ শক্তিশালী হবে। আর শক্তিশালী দল গড়তে হলে প্রথমেই সই করাতে হবে ভালো মানের বিদেশি ফুটবলার। পাশাপাশি বেশ ভালোমানের ভারতীয় ফুটবলার দলে এলেই আইএসএল টুর্নামেন্টে সাফল্য পাবে ইস্টবেঙ্গল। আমার ধারণা কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে এবার আইএসএল টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গল ভালো পারফরম্যান্স করবে। কোচ হিসেবে কুয়াদ্রাত সফল বেঙ্গালুরু এফসির দায়িত্ব নিয়ে। তাই এবার আমরা আশা করছি কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে ইস্টবেঙ্গল ঘুরে দাঁড়াবে এবং অবশ্যই অতীত গরিমা ফিরিয়ে আনবেন।

কৃষ্ণেন্দু রায় : যে কোনও ক্লাবের সাফল্যের জন্য অবশ্যই ভালো কোচের প্রয়োজন। কিন্তু আমার মনে হয় সেটাই সঠিক মাপকাঠি নয়। কোচ মাঠে নেমে খেলবেন না। মনে খেলবেন ফুটবলাররা। তাই সাফল্য পেতে হলে ভালো কোচের পাশাপাশি ভালো দল চাই। মাঠে এবার ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। ২০১৯ সালে তিনি বেঙ্গালুর এফসিকে আইএসএল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। ফলে কোচ হিসেবে তিনি সফল এটা বলা যেতেই পারে। আর এজন্যই তাঁকে ঘিরে লাল-হলুদ সমর্থকদের মতো আমিও আশাবাদী। কিন্তু ওই যে বললাম ভালো মানের বিদেশির পাশাপাশি ভালো মানের ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়তে হবে। ইস্টবেঙ্গল জার্সির একটা ওজন আছে। এটা মাথায় রাখতে হবে ফুটবলারদের।

অ্যালভিটো ডি' কুনহা : যে কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে হলে কোচের একটা বড় ভূমিকা থাকে। আর সে জন্য একজন ভালো কোচের প্রয়োজন। ফুটবলাররা মাঠে খেললেও, মাঠের বাইরে থেকে দলকে পরিচালনা করতে প্রয়োজন হয় একজন ভালো কোচের। তবে এটাও ঠিক যে, শুধু ভালো কোচ হলেই হবে না। দরকার ভালো দল গড়ার। ভারতীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি ভালো মানের বিদেশি ফুটবলার দলে নিতে হবে। কুয়াদ্রাত আইএসএল টুর্নামেন্টে সফল কোচ। ওঁর হাত ধরে বেঙ্গালুরু এফসি ২০১৯ সালে আইএসএল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আশাকরি এবার কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে। আইএসএল টুর্নামেন্টে সাফল্য পাবে ইস্টবেঙ্গল। তবে ভালো রেজাল্ট করার জন্য দায়িত্ব কিন্তু কুয়াদ্রাতের একার নয়। সাফল্য পেতে হলে ফুটবলারদের ভালো খেলতে হবে এবং অবশ্যই ক্লাবকর্তা ও সমর্থকদের কোচের পাশে থাকতে হবে।

ইস্টবেঙ্গলের বারপুজো নিয়ে মাতোয়ারা সমর্থকরা

বারপুজো করছেন পুরোহিত, দেখছেন মাঠ কর্মী দীপক ও রাম।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল স্কুলের কচিকাঁচারা বারপুজোয় মগ্ন।

সমাচার প্রতিবেন : একটা সময় কলকাতা ময়দানে ফুটবল মরশুমটাই শুরু হতো বাংলা বছরের প্রথম দিনে। বারপুজোর মাধ্যমে। এই দিনই নতুন মরশুমে দলের অধিনায়ক ও অন্য ফুটবলারদের নাম ঘোষণা করা হতো ইস্টবেঙ্গলের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে ফুটবল ক্যালেন্ডার। ফলে চরিত্র বদলেছে ময়দানের বারপুজোর। তবে বদলায়নি বারপুজো ঘিরে সমর্থকদের আবেগ।

২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা আক্রান্ত পৃথিবীতে থমকে গিয়েছিল সব অনুষ্ঠান। বন্ধ ছিল কলকাতা ময়দানের বারপুজো। টানা দু'বছর বন্ধ থাকার পর গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন বারপুজো হয়েছিল শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। গত বছরের মতো এবারও বেশ জাঁকজমক করে বারপুজো অনুষ্ঠিত হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। বাঙালির ঐতিহ্যমণ্ডিত চিরকালীন বারপুজোকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের পাশাপাশি প্রাক্তন এবং বর্তমান ফুটবলাররা। বারপুজো অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসবে মেতে উঠেছিলেন লাল-হলুদ সদস্য, সমর্থকরাও। ময়দানে ঠিক কবে থেকে বারপুজো অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল তার কোনও তথ্য নেই। তবে প্রতি বছর ধুমধাম করে বারপুজো হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। শুভ নববর্ষের সকালে বারপুজো করে মঙ্গল কামনা করা হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাফল্যের জন্য। ক্লাব তাঁবু সাজানো হয় লাল-হলুদ ফুল দিয়ে। বারপুজো অনুষ্ঠানের উৎসবে যোগ দিতে সাত সকালেই ক্লাব তাঁবুতে হাজির হন বহু সদস্য, সমর্থকরা। পুরোহিত মশাইয়ের কথাতে পঞ্জিকা মতে ঘড়ির কাঁটা ঠিক সকাল ১১.১০ মিনিটে শুরু হয় ১০৩ বছরে পদার্পণ করা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বারপুজো। প্রখর রোদ উপেক্ষা করে বারপুজো উৎসবে মেতে উঠলেন ক্লাব কর্তাদের পাশাপাশি সদস্য, সমর্থক এবং প্রাক্তন, বর্তমান ফুটবলাররা। ক্লাবের পতাকা তোলার মাধ্যমে বারপুজো অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। হাজির ছিলেন বিধায়ক তাপস রায়, প্রাক্তন লাল-হলুদ ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলি, অলোক মুখার্জী, প্রশান্ত ব্যানার্জী, মেহেতাব হোসেন, রহিম নবি, নাজিমুল হক, প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী, অমিত ভদ্র, কৃষ্ণেন্দু রায়, মাধব দাস, বিজন চক্রবর্ত্তী, অ্যালভিটো ডি কুনহা সহ এক ঝাঁক তারকা ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দল কেরলে সুপার কাপে খেলতে ব্যস্ত থাকায় ফুটবলাররা হাজির থাকতে পারেননি। সিনিয়র ফুটবলাররা হাজির না থাকতে পারলেও বারপুজোয় উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ স্কোয়াডের ফুটবলাররা। ছিলেন লাল-হলুদের মহিলা দলের কোচ সুজাতা কর সহ ফুটবলাররা। ইস্টবেঙ্গল বারপুজোয় হাজির ছিলেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বারপুজো অনুষ্ঠানে সকাল সকাল হাজির ছিলেন ক্লাব সহ সচিব রূপক সাহা, ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলী, কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, সঞ্জীব আচার্য, ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, সদানন্দ মুখার্জী, রজত গুহ, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, সরোজ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা। বেলা যত বেড়েছে ততই ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে মানুষের ভিড় বেড়েছে। বারপুজোর শেষে মিষ্টিমুখের পাশাপাশি সবার জন্য ছিল মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গলের বারপুজো ঘিরে এবারও ছিল রীতিমতো উৎসব। শুভ নববর্ষের সকালে কিছু করে দেখানোর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই নতুন মরশুমে লড়াই করার ভাবনা ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের। ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, নতুন বছরে আমাদের লক্ষ্য ঘুরে দাঁড়ানো। আমার বিশ্বাস ইস্টবেঙ্গল এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের সাফল্য পাবে। সত্যি কথা বলতে কী এবারের বারপুজো অনুষ্ঠান ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস জানান দিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সবার হৃদয় ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বারপুজো শেষে বাড়ি ফেরার পথে লাল-হলুদ সমর্থকদের কণ্ঠে শোনা গেল 'জয়-ইস্টবেঙ্গল'।

‘দীপক জ্যোতি’ সম্মানে আপ্লুত সম্মানীয়রা

অরূপ পাল, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন সচিব পল্টু দাসের ২২তম প্রয়াণ দিবস ২২ মার্চ। তিনি ২০০১ সালে ২২ মার্চ প্রয়াত হয়েছিলেন। ময়দানে যিনি পল্টু দাস নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। প্রতি বছরের মতো এবারও ২২ মার্চ ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে প্রাক্তন সচিব দীপক (পল্টু) দাসের প্রয়াণে দিবসে ‘দীপক জ্যোতি’ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। আর এই অনুষ্ঠানে ২২ মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সম্মানিত করা হল টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির আচার্য সত্যম রায় চৌধুরীকে। ‘দীপক জ্যোতি দিশারী’ সম্মানে সম্মানিত করা হয় তাঁকে। স্মারক লাল-হলুদ উত্তরীয়, ফোটো ফ্রেম রসগোল্লা দিয়ে সম্মানিত করা আচার্য সত্যম রায় চৌধুরীকে। সম্মানিত হয়ে বেজায় খুশি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির আচার্য সত্যম রায়চৌধুরী। সম্মানিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘দীপক জ্যোতি দিশারী’ সম্মানে সম্মানিত হতে পেয়ে আমি খুবই গর্বিত। ফুটবল আর বাঙালিকে তো আলাদা করা যায় না। একশো বছরের বেশি সময় ধরে আমরা ফুটবল নিয়ে লড়াই করছি। ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই লড়াই। আমাদের বেশ কয়েকটি ফুটবল আকাডেমি রয়েছে। আগামী দিনে স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে পারলে ভালোও লাগবে। ‘দীপক জ্যোতি দিশারী’ সন্ধানের পাশাপাশি ‘দীপক জ্যোতি সম্মানে সম্মানিত করা হয় চিকিৎসক সুকুমার মুখার্জি এবং সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখার্জিকে। এছাড়া ‘দীপক জ্যোতি সম্মানে সম্মানিত করা হল প্রয়াত দুই কোচ বাবু গুহ এবং খোকন বসু মল্লিককে। ‘দীপক জ্যোতি সম্মানে সম্মানিত হলেন কোচ সাধন কুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানে সদ্য প্রয়াত ক্রীড়াসাংবদিক অভিজিৎ সরকারের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকা চেক তুলে দেওয়া হয়। অভিজিতের সহধর্মীনি নিবেদিতা সরকারের হাতে চেক তুলে দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। চিকিৎসক সুকুমার মুখার্জীর হাতে ‘দীপক জ্যোতি’ সম্মান স্মারক তুলে দেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখার্জির হাতে স্মারক তুলে দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, প্রাক্তন লাল-হলুদ ফুটবলার শ্যাম থাপা এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার। ‘দীপক জ্যোতি সম্মান’ প্রদান অনুষ্ঠান ঘিরে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত, সচিব কল্যাণ মজুমদার সহ সচিব রূপক সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, রজত গুহ, ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, সঞ্জীব আচার্য, দীপঙ্কর চক্রবর্তী। হাজির ছিলেন বিধায়ক তাপস রায়, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব অনির্বাণ দত্ত, মোহনবাগান ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামেডানের কার্যনির্বাহী সভাপতি মহম্মদ কামারউদ্দিন, ফুটবল সচিব প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস। এছাড়াও ছিলেন শ্যাম থাপা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলি, অতনু ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু রায়, বিকাশ পাঁজি, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত ভদ্র, অ্যালভিটো ডি’ কুনহা, ষষ্ঠী দুলে, অর্ণব মণ্ডল, রহিম নবি, মেহতাব হোসেন, বিজন চক্রবর্তী, মিহির বসু, মাধব দাস, প্রশান্ত চক্রবর্তী, সুখেন সেনগুপ্ত সহ একঝাঁক ফুটবলার। ‘দীপক জ্যোতি’ সম্মাননা মঞ্চ থেকেই আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করার বার্তা দিলেন কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার। সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দু’বছরের মধ্যে আইএসএল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হব আমরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন আমরা আশা নিয়ে মাঠে যাই আর হতাশ হয়ে ফিরি। আমরা এবছর পারিনি, আগামী বছর নিশ্চয়ই পারব। আর সেটা কারও সাহায্যে নয়, নিজেদের ক্ষমতায়। ক্লাবের কার্যকমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার এবং মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যে শুনে লাল-হলুদ সমর্থকরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। সব মিলিয়ে এবারও প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাসের প্রয়াণ বার্ষিকী ঘিরে ছিল সমর্থকদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ। সমর্থকদের উপস্থিতি জানিয়ে দিল তিনি কতটা জনপ্রিয় ছিলেন সবার কাছে। ‘পল্টুদা তুমি আছো, তুমি থাকবে’। মঞ্চের ব্যাকড্রপের লেখাটাই যেন ২২ মার্চ পল্টু দাসের বাইশ তম প্রয়াণ বার্ষিকীর সুর বেঁধে দিয়েছিল তা বলাই যায়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৈকত মিত্র।

প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাস-র প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকারের।

‘দীপক জ্যোতি’ অনুষ্ঠান মঞ্চে ইস্টবেঙ্গলের সহ-সচিব রূপক সাহা সহ কার্যকরী কমিটির সদস্য দীপঙ্কর চক্রবর্তী, দেবব্রত সরকার, ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলী, সদানন্দ মুখার্জি, রজত গুহ ও সঞ্চালক গৌতম ভট্টাচার্য।

১৪৩০ বারপুজো জমজমাট

১৪৩০ বারপুজো অনুষ্ঠানে সুসজ্জিত ইস্টবেঙ্গলের প্রবেশদ্বার।

বারপুজো অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

বারপুজো অনুষ্ঠানে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবলারদের সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, আইএফএ সভাপতি অজিত ব্যানার্জী।

ইস্টবেঙ্গলের বারপুজোতে ক্লাবের মঙ্গল কামনায় পুরোহিত, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে সহ প্রাক্তন খেলোয়াড়রা।

বারপুজোতে ইস্টবেঙ্গলের কর্তা দেবব্রত সরকারের সঙ্গে আর্কাইভ ঘুরে দেখছেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

বারপুজোতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য লম্বা লাইন সদস্য ও সমর্থকদের।

‘দীপক জ্যোতি’ সম্মান

‘দীপক জ্যোতি’ সম্মানে বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সুকুমার মুখার্জিকে সংবর্ধিত করছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

সাহিত্যিক মণিশংকর মুখার্জিকে ‘দীপক জ্যোতি’ সম্মানে সম্মানিত করছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, প্রাক্তন ফুটবলার শ্যাম থাপা।

প্রয়াত কৃশাণু দে’র কোচ সাধন কুমার ঘোষকে ‘দীপক জ্যোতি’ সম্মান পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন কৃশাণু’র সহধর্মিণীর পণি দে। রয়েছেন ক্লাব কর্তা রজত গুহ, প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলী।

সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির আচার্য সত্যম রায় চৌধুরীকে ‘দীপক জ্যোতি দিশারী’ সম্মান তুলে দিচ্ছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী।

‘দীপক জ্যোতি’ সম্মানে সম্মানিত প্রয়াত কোচ খোকন বসু মল্লিক। তাঁর হয়ে পুরস্কার নিচ্ছেন ইন্দ্রজিৎ বসু মল্লিক। সংবর্ধিত করছেন প্রাক্তন দুই ফুটবলার তরুণ দে ও বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য।

‘দীপক জ্যোতি’ অনুষ্ঠানে প্রয়াত তরুণ সাংবাদিক অভিজিৎ সরকারের সহধর্মিণী নিবেদিতা সরকারের হাতে দুই লক্ষ টাকা চেক তুলে দিচ্ছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

‘দীপক জ্যোতি’ অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য।

প্রয়াত কোচ বাবু গুহ’র হয়ে ‘দীপক জ্যোতি’ সম্মান পুরস্কার নিচ্ছেন মৌসুমী গাঙ্গুলী। পুরস্কৃত করছেন ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলী, প্রাক্তন অধিনায়ক ফুটবলার প্রশান্ত ব্যানার্জী।

‘দীপক জ্যোতি’ অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন সৈকত মিত্র।

কুমারটুলি পার্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গলের ফলক নামা

কুমারটুলি পার্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শতবর্ষের ফলকনামা।

সমাচার প্রতিবেদন : ১৯২০ সালের ১ আগস্ট। উত্তর কলকাতার কুমারটুলি পার্কে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ক্লাব প্রতিষ্ঠাতা হলেন সুরেশ চন্দ্র চৌধুরি। কুমারটুলি পার্কেই ফুটবল নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে কুমারটুলি পার্কে বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। ১০৩ বছর আগে কুমারটুলি পার্কে ভিত্তিপ্রস্তর অর্থাৎ ফলক বসিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন কর্তা। এরপর কুমারটুলি পার্ক থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব স্থানান্তরিত হয় কলকাতা ময়দানে। ময়দানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব স্থানান্তরিত হলেও কুমারটুলি পার্ক সংলগ্নে থেকে যায় ভিত্তি প্রস্তর। এরপর ২০১৯ সালে কুমারটুলির পার্কে ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষে স্থাপিত হয় ফলক নামা। শতবর্ষে স্থাপিত ফলক নামা কুমারটুলির পার্কে বেশ কয়েক বছর ছিল অক্ষত অবস্থায়। কিন্তু কয়েক মাস আগে কে বা কারা সেই প্রতিষ্ঠিত ফলকটি ভেঙে দেয়। কালবিলম্ব না করে ফের কুমারটুলি পার্কে ফলক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেন বর্তমান ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। যেমন ভাবা, তেমন কাজ বর্তমান লাল হলুদ কর্তাদের। শেষপর্যন্ত ২১ এপ্রিল ২০২৩ শুক্রবার কুমারটুলি পার্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠিত ফলক। শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ফলকটি উন্মোচন করেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরির নাতি অমরেশ চৌধুরি। এ ছাড়াও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ফলক উন্মোচনে হাজির ছিলেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মিহির বসু, সুমিত মুখার্জী, অ্যালভিটো ডি কুনহা, মাধব দাস এবং বিজন চক্রবর্ত্তী। উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ সচিব রূপক সাহা, ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলি, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, সঞ্জীব আচার্য সহ এক ঝাঁক কর্তারা। স্মরণীয় মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে হাজির হয়েছিলেন ক্লাবের বহু সদস্য, সমর্থকরা। কার্যকরী কমিটির অন্যতম কর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, কে বা কারা এই ফলক ভেঙেছেন তা জানি না। তবে নবরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এটাই বড় ব্যাপার। প্রাক্তন ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে দীর্ঘদিন খেলেছি। এই ক্লাবে খেললে বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবে। সবচেয়ে বড় কথা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। লাল-হলুদের আরেক প্রাক্তন অধিনায়ক মিহির বসু বলেন, বহু ইতিহাসের সাক্ষী শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষ যেভাবে জড়িত তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য সঞ্জীব আচার্য বলেন, প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে আমরা আশাবাদী। বর্তমানে খারাপ সময় চললেও, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়ই। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে কুমারটুলি পার্ক সংলগ্ন ১৩টি ক্লাবকে ১টি করে ফুটবল, ইস্টবেঙ্গল পতাকা এবং ইস্টবেঙ্গল সমাচার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিল্পী রাজা রায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর কণ্ঠে 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে' গানটি ফলক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানে একেবারেই মানানসই ছিল। সত্যিই ....।

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ ফলকনামা উন্মোচনে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করছেন প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চৌধুরীর নাতি অমরেশ চৌধুরী।

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শতবর্ষ ফলকনামা মঞ্চে প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরীর নাতি অমরেশ চৌধুরীর সঙ্গে সহ সচিব রূপক সাহা, ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলী, ক্লাবকর্তা সঞ্জীব আচার্য, দেবব্রত সরকার।

ইমামি ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে হারাল এটিকে মোহনবাগানকে

ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ রুখছেন পড়শি পাড়া ক্লাবের গোলরক্ষক।

জোড়া গোল করে ডার্বিতে নায়ক কুশ ছেত্রী।

সমাচার প্রতিবেদন : বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে, শেষ ভালো তো সব ভালো। এবার ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে সব ভালো না হলেও, শেষটা ভালো হল। ২১ এপ্রিল শুক্রবার ২০২৩। নৈহাটি স্টেডিয়ামে হাজার তিনেক সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল যুব দল। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গল পরিষ্কার ২-০ গোলে জয় পেল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। পড়শি ক্লাবের বিরুদ্ধে জয়ের ফলে পূর্বাঞ্চলীয় গ্রুপের শীর্ষস্থানে ১০ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ইস্টবেঙ্গল মুম্বাইয়ের মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করল। গত কয়েক বছর ধরে মাঠের লড়াইয়ে পড়শি পাড়ার ক্লাবের বিরুদ্ধে টেক্কা দিতে পারেনি লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে অবস্থিত ১০৩ বছরের ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। এক সময় ইস্টবেঙ্গলের সামনে পড়লেই অনিবার্য হার ছিল পড়শি পাড়া ক্লাবের। কিন্তু গত কয়েক বছর কয়েকটা জয় পেতেই পড়শি পাড়া ক্লাবের কর্তা থেকে সদস্য-সমর্থকদের যেন মাটিতে পা পড়ছিল না অহঙ্কারে। এবার সেই অহঙ্কারে ধাক্কা মারলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের যুব দল। পড়শি পাড়ার ক্লাবকে এক ধাক্কায় ওপর থেকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন পায়ে পায়ে ১০৩ বছরে পদার্পণ করা ইস্টবেঙ্গল। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট ফুটবল টুর্নামেন্টটি আপাতত তিন বার মুখোমুখি হয়েছে দুই প্রধান। প্রথম সাক্ষাৎকারে দুই প্রধানের লড়াই শেষ হয়েছিল গোলশূন্যভাবে। প্রথম সাক্ষাৎকারে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরুণ গোলরক্ষক আদিত্য পাত্র। পড়শি পাড়ার ক্লাবের ফুটবলারদের মুখের গ্রাস একাই কেড়ে নিয়েছিলেন লাল-হলুদের তরুণ গোলরক্ষক আদিত্য পাত্র। প্রথম পর্বের ম্যাচ গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলে ফিরতি পর্বের দুই প্রধানের লড়াই শেষ হয়েছিল ১-১ গোলে। দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচে প্রাধান্য নিয়ে খেলে প্রথমে গোল করে এগিয়ে থাকলেও জয় পায়নি ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ১-১ গোলে। প্রথম দু'বারের সাক্ষাৎকারে দুই প্রধানের ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও তৃতীয় সাক্ষাৎকারে ইস্টবেঙ্গল জয় পেল ২-০ গোলে। ৩৪ এবং ৬০ মিনিটে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে গোল দুটি করেন কুশ ছেত্রী। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে হ্যাটট্রিক করতে পারতেন পাহাড়ি ফুটবলার কুশ। জোড়া গোল করে দলকে জয় এনে বেশ খুশি কুশ। ম্যাচ শেষে সমর্থকদের পাশাপাশি সদস্যদের কাঁধে চড়ে মাঠ ছাড়েন ম্যাচের সেরা ফুটবলার কুশ। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, সমর্থকদের সামনে গোল করে ডার্বি জেতা সব সময়ই একটা দুর্দান্ত অনুভূতি। গত কয়েক বছর আমি ডার্বি জিতিনি। এবার আমার জোড়া গোলে জয়ের ফলে সেই খরা কাটল। কুশ গোল দুটি করলেও ইস্টবেঙ্গল জয়ের মূল কান্ডারি মহম্মদ রোশাল। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ডার্বি ম্যাচে পড়শি পাড়ার ফুটবলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেছেন রোশাল। একাই প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে তছনছ করে দিয়েছেন রোশাল। তাঁকে আটকানোর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না পড়শি পাড়া ক্লাবের ফুটবলারদের। ডার্বি ম্যাচে পড়শিপাড়া ক্লাবে তারকাখচিত ফুটবলার থাকলেও ইস্টবেঙ্গল দলে অচেনা মুখের ফুটবলারদের ভিড় ছিল বেশি। এই অচেনা ফুটবলাররাই সেদিন ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছিলেন। নজর কাড়া ফুটবলার রোশাল বলেন, ডার্বিতে জয়টা মাকে উৎসর্গ করছি। আমি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলার সুযোগ পাওয়ার পর মা খুব খুশি হয়েছিলেন। এমন একটা ম্যাচ জেতায় মা আরও বেশি খুশি হয়েছেন। লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ বলেন, আমরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উপরে বাড়তি জোর দিয়েছিলাম। ছেলেদের সেকথা বুঝিয়ে বলি। ফুটবলাররাও নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে। একটা কথা বলতে পারি যোগ্য দল হিসেবেই পরের রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছি। এটা অবশ্যই আনন্দের। তবে তার চেয়েও বেশি আনন্দের বেশ কয়েক বছর পর ডার্বি জিতে ক্লাবের সদস্য সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে।

ইস্টবেঙ্গলের যুব দলের ফুটবলাররা।

ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের শেষ প্রহরী আদিত্য

সমাচার প্রতিবেদন : আদিত্য পাত্র। নামটা শুনলেই অনেকে প্রশ্ন করবেন সে আবার কে? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী কলকাতা ময়দানে যারা একটু হাঁড়ির খবর রাখেন তাদের কাছে আদিত্য পাত্র নামটা একবারেই অচেনা নয়। কারণটা হল এবার রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভলপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে নজরকাড়া ফুটবল খেলেছেন আদিত্য। বিশেষ করে পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে তিনবারের সাক্ষাৎকারে অপরাজেয় ছিলেন আদিত্য। পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রথম সাক্ষাৎকারে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছিলেন কসবা জগন্নাথ ঘোষ রোডের বাসিন্দা ফুটবলারটি।

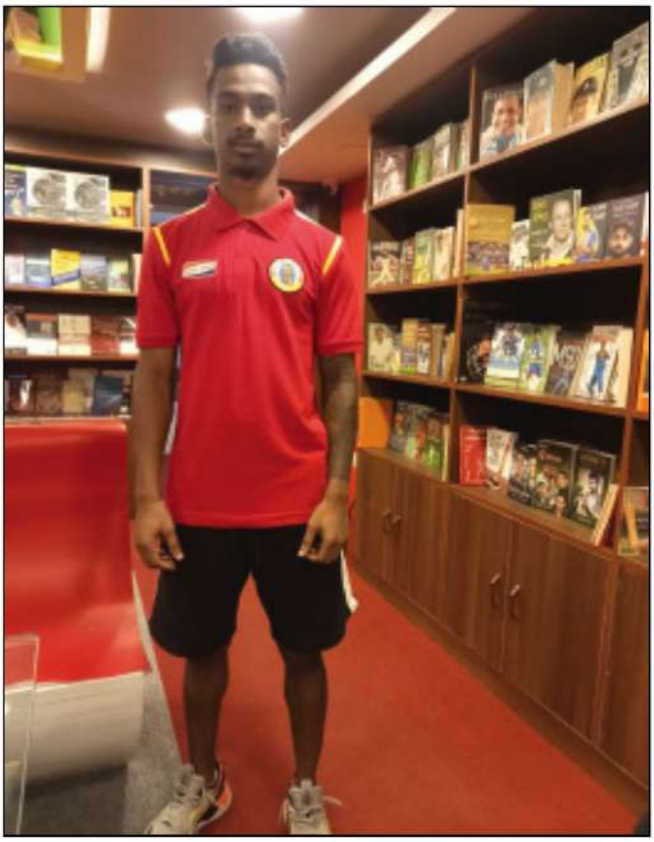

ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের শেষ প্রহরী হিসেবে মাঠে নেমে নিশ্চিত চারটি গোল বাঁচিয়ে দলের ভরসা জুগিয়েছেন। শুধু প্রথম সাক্ষাৎকারেই নয়, পরের দুবারের সাক্ষাৎকারেও আদিত্যকে টপকে গোল করতে পারেনি পড়শিপাড়া ক্লাবের ফুটবলাররা। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে সমর্থকদের কাঁধে চেপে সাজঘরে ফিরেছিলেন প্রাক্তন ভারতদীয় দলের ফুটবলার সুব্রত পালের ভক্ত আদিত্য। খুব ছোটবেলা থেকেই সাদা কালো আঁকিবুঁকি চামড়ার বলটার প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। তাই খুব ছোট্টবেলা থেকে কসবার পাড়ার মাঠে বিকেল হলে আদিত্য মাঠে নেমে পড়তেন। বাবা সমীর পাত্র পেশায় গাড়ি সারাইয়ের কাজ করেন। মা প্রতিমা পাত্র গৃহস্থালী। বাবা, মা, দুই দিদি ও এক বোনকে নিয়ে ছয়জনের সংসার আদিত্যর। আদিত্যর ফুটবল খেলাটা শুরু হয় দূর সম্পর্কের কাকা রাহুল দাসকে দেখেই। কাকা বি. এন. আর, কালীঘাট, ক্লাবের জার্সি গায়ে কলকাতা ময়দানে খেলেছেন। বলা যেতে পারে কাকাই ওর প্রেরণা। ছোটবেলা থেকেই কাকার হাত ধরে কসবাতে পাড়ার মাঠে গোলকিপিং করা শুরু। প্রাক্তন ফুটবলার তথা কোচ সদ্য প্রয়াত শ্যামল ঘোষের কোচিংয়ে বেশ কয়েক বছর অনুশীলন করেছেন ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের এক নম্বর খেলোয়াড়টি। শ্যামল ঘোষের কোচিংয়ে অনূর্ধ্ব ১৪ বাংলা দলের জার্সি গায়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। অনূর্দ্ধ ১৬ ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে সাফ কাপে খেলেছেন তিনি। সেবার ভারতীয় দল সাফ কাপে রানার্স খেতাব অর্জন করেছিল। ভারতীয় দলের রানার্স খেতাব জয়ে একটা বড় ভূমিকা ছিল আদিত্যর। ভারতে অনুষ্ঠিত যুব বিশ্বকাপেও জাতীয় দলের ট্রায়ালে জায়গা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়লেও, হাল ছাড়েননি তিনি। বরং দুবেলা কঠোর অনুশীলন করে অনূর্ধ্ব উনিশ ভারতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন কসবা থেকে উঠে আসা ফুটবলারটি। জাতীয় দলের তৃতীয় স্থানে এসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তাঁর। এরপর বেঙ্গালুরু এফ সির রিজার্ভ দলের প্রথম একাদশে জায়গা পাকা করে নেন তিনি। এক বছরের মধ্যেই আই এস এল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় বেঙ্গালুরু। চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু এফ সির তৃতীয় গোলরক্ষকের ভূমিকা পালন করার পর গত মরশুমে অর্থাৎ ২০২২ সালে ইমামি ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের শেষ প্রহরীর দায়িত্ব পালন করেন। নতুন বছরের শুরুতে দমদমে এম এল এ কাপ টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয় আদিত্যর কাঁধে ভর করে। আদিত্যর কথায় এম এল এ কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাই টার্নিং পয়েন্ট।

কসবা জগন্নাথ ঘোষ রোডের বাসিন্দা আদিত্য এখন লাল হলুদ জার্সি গায়ে আই এস এল টুর্নামেন্টে খেলার স্বপ্ন দেখছেন। কোচ বিনো জর্জের কাছে অনুশীলন করে লাল-হলুদ সমর্থকদের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন আদিত্য। ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন ওর বাবা-মা সহ গোটা পরিবার, সেই সঙ্গে ওর শুভানুধ্যায়ী ও ফুটবলপ্রেমীরা। সবে শুরু, সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে এখনও অনেক দূর যেতে হবে বছর তেইশের আদিত্যর। তবে এখন থেকেই আদিত্যর পারফরম্যান্স যে ইঙ্গিত দিচ্ছে তাতে আগামী দিনে বাংলার ফুটবলে আদিত্যর কাছ থেকে কিছু পেলেও পেতে পারে। উঠে আসার পথে আসতে পারে নানা প্রতিবন্ধকতা। আদিত্য কি পারবেন সেই প্রতিবন্ধকতা দূরে সরিয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মতো গোটা ময়দান তাকিয়ে রয়েছে সেদিকেই।

ইস্টবেঙ্গলের ভালো হোক কেউ কেউ চায় না

কুশল চক্রবর্তী, সাংবাদিক

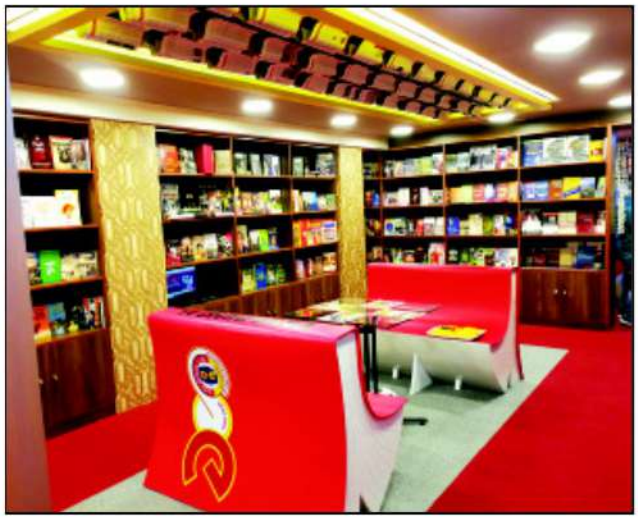

একই শহরের শতাব্দী প্রাচীন দুই ক্লাব। দুজন দুজনের নিদারুণ প্রতিদ্বন্দ্বী হতেই পারে। বরং বলা যেতে পারে দু দলের সুন্দর প্রতিযোগিতা সেখানকার ফুটবলের উন্নতির পক্ষে হয়ত ভালোই। কালের নিয়মে অপেক্ষাকৃত নতুন দলকে একটু হলেও বেশি লড়াই করেই নিজের জায়গা করে নিতে হয়। ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাস কিন্তু বলে কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে তাদের জায়গা করে নিতে লড়াই করতে হয়েছে বলতে গেলে জন্মলগ্ন থেকেই। বছরের পর বছর ইস্টবেঙ্গল সৌজন্য দেখাতে চাইলেও তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি অন্য শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব থেকে। এই কয়েকদিন আগে ক্লাবের কর্মকর্তাদের সাথে ইনভেস্টারদের সাথে মিটিং এর সময় উঠে এল কিছু অপ্রীতিকর কথা মুঠো ফোনের স্ক্রিনে। এই বার্তা পাঠানো সন্দেহভাজন ব্যক্তির মধ্যে উঠে এল শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার নামও। অনেকে অবাক হলেও কিন্তু যারা এই দুই ক্লাবের শতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাদের পক্ষে খুব একটা অবাক করার মতো বিষয় এটা ছিল বলে তো মনে হয় না।

মাত্র ১১ বছর আগেকার একটা ঘটনা বলেই শুরু করা যাক। ২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বর আই লিগের খেলায় যুবভারতী স্টেডিয়ামে মিলিত হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল আর মোহন বাগান। সে খেলায় মোহন বাগানের প্রধান স্ট্রাইকার ওকলি ওডাফাকে রেফারি প্রথমার্ধের শেষ দিকে লাল কার্ড দেখালে। মাঠে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় এবং ইটের আঘাতে মোহনবাগানের রহিম নবি আহত হলে মোহনবাগান খেলার দ্বিতীয়ার্ধে আর ম্যাচ খেলতে রাজি হয় না। তাদের না খেলার নাকি দুটি কারণ ছিল এক হচ্ছে রেফারির পক্ষপাতদুষ্ট খেলা পরিচালনা আর দ্বিতীয়টি ছিল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের গ্যালারিতে উত্তেজনা ছড়ানো পরিস্থিতির উপস্থাপনা করা কিন্তু মাঠে উপস্থিত প্রায় ৬০ হাজারের মতো লোক দেখেছিল কোন গ্যালারি থেকে ঢিল এসে নবিকে দারুণভাবে জখম করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এআইএফএফ এর কমিটিও কিন্তু আইন ভাঙার জন্য মোহনবাগানকে দায়ী করে শাস্তিও দিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মোহন বাগানের মাঠ থেকে দল তুলে নেওয়ার পেছনে ইস্টবেঙ্গলের যে গাফিলতির কারণ ছিল না তা অচিরেই

প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। শতাব্দী প্রাচীন অন্য ক্লাবটি কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল।

১৯৫৬ সালের কলকাতা লিগের খেলায় মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল আর খিদিরপুর ক্লাব। খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত হয়। খেলাটির রিপোর্ট তৎকালীন অন্যতম সেরা সংবাদপত্র- যুগান্তর- কি লিখেছিল তা এক নজরে দেখা যাক। ১৫/০৬/১৯৫৬-র যুগান্তর ম্যাচ রিপোর্ট-এ লিখল, এইদিন একাধিক ক্ষেত্রে রেফারির পরিচালনা কাজে ভুলচুক দেখা গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ-দ্বিতীয়ার্ধের ত্রয়োদশ মিনিটে একটি ঘটনাই যথেষ্ট, এই সময় ইস্টবেঙ্গলের কীটটু বল লইয়া প্রতিপক্ষের পেনাল্টি সীমানায় ঢুকিয়া পড়িলে খেদিরপুরের রাইট ব্যাক এস মুখে রজি দুই হাত দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেন। বল কীটটুর আয়ত্তের বাইরে চলিয়া যায়। এই ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গলের নিশ্চয়ই পেনাল্টি শট পাওয়া উচিত ছিল- এর পরের খেলাতেও ইস্টবেঙ্গল ভয়াবহ রেফারির সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়েছিল। সেটা ছিল লিগের ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল সে ম্যাচে মোহনবাগানের কাছে ২-০ গোলে হারলেও, প্রথম গোলটা নিয়ে বিতর্কের শেষ ছিল না। আর এইরকম একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ খেলায় প্রথম গোলটার মাহাত্ম্য কি তা আশা করি কাউকে বোঝাতে হবে না। এই খেলা নিয়ে ১৭ জুন ১৯৫৬ সালের যুগান্তর পত্রিকা কি লিখেছিল তা দেখা যাক। যুগান্তরের সেই দিনের প্রতিবেদনের কিছু অংশ তুলে ধরা যাক।

যদিও প্রথম গোল সম্পর্কে রেফারির দায়িত্বের কথা অস্বীকার করা চলে না। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে সাত্তার উঁচু করিয়া আস্তে শট করিলে ডাঃ দাসগুপ্ত বলটি ঠিকমতো ধরিতে না পারিলে বলটি তার বুকে লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া উপরে উঠিলে দাসগুপ্তা পুনরায় ধরিয়া ফেলেন। কিন্তু রেফারি ইতিমধ্যে বংশধ্বনি করিয়ে সুস্পষ্টভাবে গোলের নির্দেশ দিয়া দেন। উত্তর প্রান্তের লাইন্সম্যান পি চক্রবর্তী কিন্তু গোলের নির্দেশ দেন নাই। ইস্টবেঙ্গলের জনৈক খেলোয়াড় অতঃপর লাইন্সম্যানের ভূমিকার প্রতি রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। বলটি দাসগুপ্তের হাত হইতে মাটিতে পরিবার সময় বা গোলের নির্দেশ দিবার সময় রেফারি পেনাল্টি সীমানার বাহিরে গোললাইনের নিকট হইতে কমপক্ষে পঁচিশ গজ দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তথাপি বলটি সম্পূর্ণ রূপে গোল লাইন অতিক্রম করিয়াছে এই বিশ্বাসে তিনি বিনা দ্বিধায় গোলের নির্দেশ দেন। লাইন্সম্যানের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল বলিয়া পি চক্রবর্তীর পক্ষে গোলের নির্দেশ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

এই গোলের পর সে সময় মাঠের গ্যালারির অবস্থা কি হয়েছিল আশাকরি তা সহজেই অনুমেয়। তৎকালীন ইস্টবেঙ্গলের ক্লাবের কর্মকর্তারা বারবার তাদের খেলায় পরিচালনার ত্রুটি দেখে প্রতিবাদ পত্র পাঠালেন তৎকালীন আই এফ এর কমিটির কাছে। তার ফল কি হয়েছিল সে কথাই বলা যাক। ২৬/০৬/১৯৫৬-র যুগান্তর পত্রিকা লিখল, সোমবার সন্ধ্যায় ক্যালকাটা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশানের তাঁবুতে অনুষ্ঠিত আই এফ এর লিগ কমিটির এক সভায় ইস্টবেঙ্গলের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। সভার শেষে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জ্যোতিষ গুহ (আলোচ্য সভায় ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধি) বলেন যে,তাহার ক্লাব মোহনবাগান ক্লাবের বিরুদ্ধে আই এফ এর নিকট কোনো প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন নাই। প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে খেলার পরিচালনা সম্পর্কে। এই ব্যাপারে মোহনবাগানকে টানিয়া আনা হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। এই সভা চলাকালীন মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিনিধিকে নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে সভাত্যাগ করিয়া যাইবার অনুরোধ করার জন্যও তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। এরপরও কি বলতে হবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সৌজন্য বোধেও অনেকের থেকে যে এগিয়ে আছে।

শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব যারা কিনা ইস্টবেঙ্গলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কথিত, তারা ইদানীং কালে কতবার যে নিয়ামক সংস্থার কাছে তাদের ম্যাচ পেছানোর দাবি করেছে এই অজুহাতে যে সমান সংখ্যক খেলা দুই দলের হয়নি লিগে। এমনকি এই তো সেদিন (২০১৬ সালে) কলকাতা লিগের খেলা ছিল ইস্টবেঙ্গলের সাথে মোহনবাগানের কাল্যানি স্টেডিয়ামে। সেই স্টেডিয়ামে শতাব্দী প্রাচীন অন্য দলটি অনুশীলন করতে পারেনি বলে মাঠেই তারা নামেনি। সেই দলই দেখুন ১৯৫৭ সালে যখন মহামেডান আর হাওড়া ইউনিয়ান খেলায় গণ্ডগোলের জন্য শুধু মহামেডানের খেলা বন্ধ করে আর সব দলের খেলা চালানো হয়েছিল তখন কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করতে কাউকে দেখা যায়নি। কারণ ইস্টবেঙ্গল যখন তাদের খেলা শেষ করেছিল তখন তারাই ছিল লিগ শীর্ষে। আর মহামেডান লিগের মাঝে বিশ্রাম পেয়ে সকলকে হারিয়ে লিগ জিতে নিয়েছিল। ১৯৫৭ সালের ৬ অগাস্ট যখন মোহনবাগান তাদের শেষ খেলায় উয়ারিকে হারাচ্ছে তখন তাদের পয়েন্ট ২৬টি খেলায় ৩৩ আর তখন ইস্টবেঙ্গল ২৬টি খেলায় ৪২ পয়েন্ট অর্জন করে ফেলেছে। আর মহামেডান দাঁড়িয়ে আছে ২৪টি খেলায় ৩৯ পয়েন্ট এ। মনে রাখবেন তখন একটি ম্যাচ কলকাতা লিগে জিতলে দল পেত দুই পয়েন্ট। এতেও শেষ হয়নি, সেবার যে দল লিগে তৃতীয় হয়েছিল তার নাম ছিল রাজস্থান। তারা মহামেডানের বিপক্ষে খেলায় আই এফ এর কাছে কি আবেদন করেছিল তা দেখা যাক। যুগান্তর পত্রিকা লিখেছিল, রাজস্থান ক্লাব প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল তা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। রাজস্থানের প্রতিবাদের মর্মে প্রকাশ যে, তাহদের নির্দিষ্ট খেলাটি নির্ধারিত সময়ের ২মি কম খেলানো হইয়াছিল। এখানেও কিন্তু আরেকটি শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের এই যে একটি অপেক্ষাকৃত কম নামী ক্লাবের প্রতি রেফারিদের বৈষম্যমূলক আচরণ,তা নিয়ে কিছু বলতে শোনা যায়নি। এ ছাড়াও ১৯৬৭ আই এফ এশিল্ডের ফাইনালে উঠেছিল ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। এই খেলা নিয়ে টালবাহানা কারা করেছিল তা তো ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। তার জন্য শিল্ড ফাইনালই হতে পারেনি। কে বলতে পারে ১৯৬৭ সালে ইস্টবেঙ্গলই হয়তো হতো প্রথম ক্লাব যারা কিনা এককভাবে ভারতবর্ষের তৎকালীন ত্রিমুকুট মানে শিল্ড, লিগ আর রোভারস জয়ের কৃতিত্বের অধিকারী। কারণ সেবার ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে হারিয়েই জিতেছিল রোভারস আর বি এন আর কে হারিয়ে জিতেছিল ডুরান্ড।

আসলে ইস্টবেঙ্গলের ভালো কিছু হতে দেখলেই হয়তো কারও কারও তেমন ভালো লাগে না। কারণ ইস্টবেঙ্গল তো এখনও সত্যকে সাথে নিয়েই এগোয়।

প্রিন্স সেলিম দুরানিও পাননি "অনারকলি"-কে

গৌতম ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক

খুব কম কথায় ধরা যাক। তিনি ছিলেন ভিনু মাঁকড়-এর পরের ভিনু মাঁকড়। সিক্সার ধোনির আগের সিক্সার ধোনি।

তবু তিনি... সেলিম দুরানি মারা যাওয়ার পর ভরপুর আইপিএলের বাজারে ট্রেন্ডিং-এ থাকবেন না জানা কথা। আধুনিক প্রজন্মের কজনই বা তাঁর নাম শুনেছে? আইপিএলের সাপোর্ট স্টাফের ছবিও দেখামাত্র এরা শনাক্ত করে ফেলবে। কিন্তু দুরানির ছবি সম্ভবত এই মৃত্যুর পর প্রথম দেখল। এই পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে।

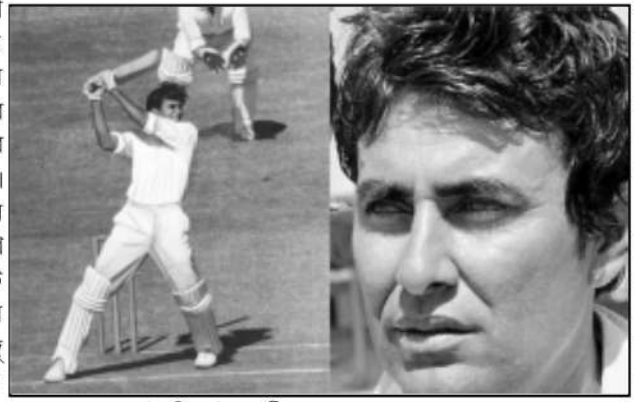

সমস্যা করল তাঁর মৃত্যু পরবর্তী দেশের প্রধানমন্ত্রী আর জাতীয় রাজনীতিতে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আবেগঘন প্রতিক্রিয়ায়। রাষ্ট্রনায়কদের হয়ে অনেক ক্ষেত্রে দফতরের সিনিয়র অফিসাররাই শোকগাঁথা খসড়া করে দেন। নরেন্দ্র মোদির ট্যুইট পড়ে কিন্তু মনে হচ্ছে এখানে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ রয়েছে। নইলে ২৯ টেস্টে ৭৫ উইকেট আর ১২০২ রানের দুরানি কী করে প্রধানমন্ত্রীর ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে দু দুটো ট্যুইট পেতে পারেন? শুধু গুজরাট নয়। শুধু রাজনীতি নয়। শুধু ফর্মালিটি করা নয়। কোথাও একটা ক্রিকেটানুরাগীর নিখাদ ভালোবাসাও লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নইলে এই ভাষা আর দুটো ট্যুইট কিছুতেই হয় না।

আইপিএলে তাই দুটো টিম দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাবনত থাকল। জীবিত অবস্থায় শেষ দিকে ক্রিকেট সমাজের যে তাচ্ছিল্য পেয়েছেন তাতে কালো ব্যাচটাই অনেক। শুনলে নির্ঘাত বলতেন, ইয়ে তো গজব সা লাগ রাহা হ্যায়। দুবছর আগে ফোন করে বিলাপ শুনেছি একাত্তরের সিরিজজয়ীদের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতেও যে ভারতীয় বোর্ড কিছু করল না তা নিয়ে গভীর ব্যথা।

আর এজন্যই মৃত্যুর পরেও সেলিম দুরানি ভারতীয় ক্রিকেটের ট্র্যাজিক শো হিসেবেই থেকে গেলেন। ষাট-সত্তরের দশকের চায়ের দোকানের কর্মী থেকে ২০২৩ সালের রাষ্ট্রনায়ক— সবাই তাঁর অনুরাগী। অথচ মানুষটা কখনো ন্যায়বিচার কেন, কোর্টে ডাকই পাননি।

দুরানি আমার পেশাদার জীবনের চতুর্থ ইন্টারভিউ। ওয়েসলি হল, সোবার্স, লিলি এবং তারপর দুরানি। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। মধ্য কলকাতার গোখেল রোডের কাছে একটা বাড়িতে উঠেছিলেন দুরানি। কে ঠিক খবর দিয়েছিল মনে নেই।

ঢাকুরিয়া-ধর্মতলা মিনিবাসে করে যেতে যেতে গভীর নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছিলাম এটুকু মনে আছে। ১৯৭২-৭৩ এমসিসি-র সঙ্গে যখন ঘরের মাঠে সিরিজ চলছে তখন মোটামুটি স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি। কিন্তু দুরানি-হাওয়ায় আক্রান্ত তাঁকে ইডেনে জীবনের প্রথম টেস্টে ছয় মারতে দেখে। আমাদের শৈশবে টেস্ট ক্রিকেটে ছয় দেখা ছিল মোটামুটি গড়িয়াহাট বাজারে বাঘের দুধ বিক্রি হওয়ার মতো অবিশ্বাসী ঘটনা।

তা কলকাতা আর চেন্নাই দুটোতেই যথেষ্ট ভালো খেললেন দুরানি। এরপর হঠাৎ বাদ। অথচ ইডেনে করেছেন ৫৩। চিপকে ৩৮ ও ৩৮। মনে রাখতে হবে পরের ৩৮ টেস্ট জেতানো। কারণ ফোর্থ ইনিংসে জেতার জন্য ৮৫ তুলতেই ক্রিস ওল্ড-আন্ডারউডের সামনে ভারতের ছয় উইকেট পড়ে গেছিল। দুরানির ওই ৩৮ ছাড়া ভারত সিরিজ জেতে না। অথচ নির্দয়ভাবে বাদ। আমাদের আমলে তো ফেসবুক-ইন্সটা ছিল না যে বালকও তার ক্ষোভ আছড়ে ফেলতে পারে।

আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সায়ন্তন ঘোষের সঙ্গে বালিগঞ্জ গভর্মেন্টের ক্লাসরুমে বসে তীব্র আলোচনা করছিলাম যে কতটা অন্যায় হল? পরের দিন দেখি আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় একটা সিঙ্গল কলম লেখা বেরিয়েছে যে দুরানি কেন বাদ? তখন বাংলা কাগজে এই সব লেখার কোনো চলই ছিল না। সায়ন্তন— যে বহুবছর ধরে বর্তমান কাগজে সার্কুলেশনের হর্তাকর্তা সে ক্লাসে একগাল হেসে বললো বাবাকে বলায় উনি করে দিয়েছেন। বাবা— আনন্দবাজারের অবিসংবাদি সন্তোষ কুমার ঘোষ। সেদিন খুব আত্মপ্রসাদ হয়েছিল যে আমার নায়কের জন্য কিছু অন্তত করে গিয়েছে।

পরবর্তীকালে সাংবাদিকতায় এসে কিন্তু হয়নি। বরঞ্চ খুব অসহায় লেগেছে যে আমার নায়কের বুকের ওপর দিয়ে কেউ রোড রোলার চালিয়ে দিয়েছে অথচ সমসাময়িক সাংবাদিকেরা কেউ প্রতিবাদ করেননি। একাত্তরের ত্রিনিদাদ টেস্টে পরপর সোবার্স আর লয়েডকে তুলে নিয়ে সিরিজ জেতান তিনি। অথচ এর পরেই বাদ হয়ে যান ইংল্যান্ড সফরে। আমাকে দেওয়া শেষ ইন্টারভিউতেও গভীর দুঃখ করেছিলেন সেই বাদ পড়া নিয়ে। বলেছিলেন, 'আমার মা রেডিয়োতে টিম শুনে শোকে পাথর হয়ে গেছিলেন।' শুনে মনে হয়েছিল পঞ্চাশ বছর বাদেও লোকটার মনে এত ব্যথা তার মানে সেই সময়ে কী শক-ই না বয়ে এনেছিল।

কেন বারবার বাদ যেতেন সাতে পাঁচে না থাকা দুরানি ? শুনেছি পতৌদি তাঁকে চাইতেন না। দুরানি নিজে কখনো পতৌদিকে দোষারোপ করেননি। আর রেকর্ড বই বলছে দুবারই বাদ পড়েছেন ওয়াদেকার-এর আমলে। নইলে অবহেলিত বাংলা থেকে পঙ্কজ রায় ৪৩ টেস্ট খেলে ফেললেন। তিনি— ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম গ্ল্যামার বয় মাত্র ২৯ টেস্টে আটকে যাবেন কেন? আজ মনে হয় তখনকার ভারতীয় ক্রিকেটে খুঁটির জোর অবশ্য ছিল দল নির্বাচনে বা নিজের প্রদেশের বোর্ড রাজনীতিতে খুব শক্তিশালী হওয়া। দুরানির কোনোটাই ছিল না। ট্রোলিং বস্তুটার তখন আবির্ভাব ঘটেনি। ঘটলে যাবতীয় খারাপ কাজের মধ্যে এই একটা ভালো কাজ সে দ্রুত করতে পারতো — ভারতীয় নির্বাচকদের ওপর চাপ সৃষ্টি।

ঘোর রহস্য লাগে— গাভাস্কারের যিনি আরাধ্য। পতৌদি যাঁর সম্পর্কে অন্তত মুখে বলতেন, আমার পছন্দের টিমে প্রথমে সেলিমকে রাখো, এরপর টিম করতে বসো। যাঁকে বলা হয়েছে সোবার্সের ভারতীয় উত্তর। তিনি কী করে জাতীয় নির্বাচকদের এত অবহেলা আর অসম্মান কুড়োতে পারেন? গোটা ভারতীয় ক্রিকেট একবাক্যে ডাকত, প্রিন্স সেলিম। ভালোবাসার রাজপুত্র। আর সেই রাজপুত্র ব্যাকুলভাবে খুঁজতেন আরও টেস্ট-সুযোগ। সেলিম যেমন লেখায়-কল্পনায় খুঁজেছেন তাঁর ভালোবাসার আনারকলিকে। তাঁর প্রেম যেমন বাস্তব-অবাস্তবে দগ্ধেছে। তেমনই গোটা ক্রিকেটজীবন জুড়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছেন দুরানি।

কে বলতে পারে অর্ধ শতাব্দী আগের ক্রিকেট মাঠের সেলিমের 'ব্যর্থ প্রেম কাহিনী' নিয়েও আগামী দিনে কোনো চলচ্চিত্র হবে না?

ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুল

ফুটবলে বহু ইতিহাস রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। তাই আগামী দিনে নতুন প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে লাল-হলুদ কর্তারা ফুটবল স্কুল পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। গত ৮ বছর ধরে রমরমিয়ে চলছেইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল। এই স্কুল ফুটবলে ৫ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ কোচের পরিচালনায় ফুটবলাররা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে অনুশীলনে ব্যস্ত থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে ফুটবলারদের সুষম আহারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। 'ইস্টবেঙ্গল সমাচারে' ধারাবাহিক ভাবে স্কুল ফুটবলে প্রশিক্ষণ ছাত্রদের ও তাদের অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক লেখা প্রকাশিত হয়।

অভিনীশ চন্দ

বয়স : ৯ বছর
পজিশন : ফরোয়ার্ড
স্কুল : ডন বসকো, পার্ক সার্কাস
শ্রেণি : চতুর্থ
বাড়ি : ৭/২ ডি আসতার মিস্ত্রি লেন, কলকাতা-৪৬
বাবা : দেবাশীষ চন্দ
মা : তনুশ্রী চন্দ

সমাচার প্রতিবেদন : অভিনীশ চন্দ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্ধ সমর্থক। আর এই অন্ধ সমর্থক হওয়ার কারণ বাবা দেবাশীষ চন্দ হলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্য। বাবার মতো ছোট্টবেলা থেকেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি টান অভিনীশের। তাই প্রিয় ক্লাবের টানেই ইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল আকাডেমিতে ভর্তি হওয়া তাঁর। ওর বাড়ি আসগর মিস্ত্রি লেনে। বাবা দেবাশীষ চন্দ, মা তনুশ্রী চন্দ। একমাত্র ছেলে অভিনীশকে নিয়ে চন্দ পরিবারে তিনজন সদস্য। ওর বয়স ৯ বছর। পার্ক সার্কাস ডনবসকো স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। অভিনীশের ছোটবেলা থেকেই সাদা-কালো আঁকিবুকি বলটার প্রতি আকর্ষণ। বাড়ির কনিষ্ঠতম সদস্যের ফুটবলের প্রতি আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান চন্দ দম্পতি। আর ঠিক তা দেখেই চন্দ দম্পতি সিদ্ধান্ত নেন ইস্টবেঙ্গল স্কুল আকাডেমিতে ছেলেকে ভর্তি করানোর ব্যাপারে। এব্যাপারে চন্দ দম্পতিকে উৎসাহিত এবং সাহায্য করেন ইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল আকাডেমির সঙ্গে যুক্ত রাজীব রায়। এক সময় পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলাশুরু করলেও, খুব বেশি দূর এগোতে পারেননি দেবাশীষ। তাই একমাত্র ছেলেকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখা শুরু চন্দ দম্পতি পরিবারের। তাই একমাত্র ছেলেকে ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই লক্ষ্য বাবা দেবাশীষ এবং মা তনুশ্রীর। আসগর মিস্ত্রি লেন থেকে অভিনীশকে ইস্টবেঙ্গল মাঠে সময় মতো অনুশীলনে নিয়ে আসেন মা তনুশ্রী। তিনি বলেন, বাবার স্বপ্নপূরণ করাই লক্ষ্য অভিনীশের। ফুটবলার হিসেবে ছেলে ময়দানে প্রতিষ্ঠা পেলে আমরা খুশি হব। এর জন্যে যত কষ্ট সহ্য করতে হয় তা করতে রাজি আছি। সবচেয়ে বড় কথা ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মানুষ হোক ছেলে, এটাই আমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা। প্রিয় ক্লাবের মাঠে অনুশীলন করতে পেরে খুশি পার্ক সার্কাস ডনবসকো স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র অভিনীশ। এখন দেখার বাবা-মায়ের স্বপ্নপূরণ করতে পারে কিনা ৯ বছরের ছেলেটি।

ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুল

১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাথে তিনটি বিভাগ চালু হয়। ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি। এক সময় সৌরভ গাঙ্গুলিও ক্রিকেট খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে। ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলে খেলেছেন বহু তারকা ক্রিকেটার। তাই নতুন প্রতিভাবান ক্রিকেটার তুলে আনার লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ক্রিকেট স্কুল আকাদেমিতে অনুশীলন চলছে জোর কদমে। অভিজ্ঞ কোচেদের তত্ত্বাবধানে খুব কম বয়সি ক্রিকেটারদের নিয়ে চলছে আকাদেমি। অভিজ্ঞ কোচ দ্বারা ক্রিকেটারদের টেকনিক শেখানো হয় হাতে ধরে। ইস্টবেঙ্গল সমাচারে প্রতি সংখ্যায় বিশেষ প্রতিবেদন থাকবে জুনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে।

দীপ প্রামাণিক

বয়স : ১৬ বছর
পজিশন : অলরাউন্ডার
স্কুল : হরিনাভি ডিভি এস হাইস্কুল
শ্রেণি : দশম
বাড়ি : সুভাষ গ্রাম, গাদিপাড়া রোড
বাবা : হর প্রামাণিক
মা : তনু রাণী প্রামাণিক

সমাচার প্রতিবেদন : সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। তবে ফুটবল নয়, ছোটবেলা থেকেই দীপ প্রামাণিক বাইশ গজের লড়াইটা বেশি উপভোগ করত। সেই কারণেই বাইশ গজের লড়াইয়ের তাঁর মাঠে নামা ব্যাট হাতে। দীপের বাবা হর প্রামাণিক পেশায় একটি স্কুলের গাড়ি চালক। একমাত্র ছেলের ইচ্ছেপূরণ করতে বাবা হর প্রামাণিক দীপকে ইস্টবেঙ্গল স্কুল ক্রিকেট আকাদেমিতে ভর্তি করিয়ে দেন। হর প্রামাণিক তনু রানী প্রামাণিকের একমাত্র ছেলে দীপ হরিনাভী ডিভি এস হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। ওর আদর্শ ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। কোহলির মতো ব্যাট হাতে বিরাট দাপট দেখাতে দীপ অনুশীলনে দারুণ লড়াই করছে। শুধু দাপট দেখতে নয়, গাড়ি চালক বাবার স্বপ্নপূরণ করাই লক্ষ্য ১৬ বয়সি দীপের। ওর মধ্যে রয়েছে ময়দানে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জেদ। বছর দুয়েক আগে ইস্টবেঙ্গল স্কুল ক্রিকেট আকাদেমিতে ভর্তি হয় সুভাষ গ্রামের বাসিন্দা দীপ। বাবা পেশায় স্কুলের গাড়িচালক, তাই একেবারেই সময় পান না। ফলে সুভাষ গ্রাম থেকে ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুশীলন করতে একাই হাজির হয়। কোচ পিনাকী ঘোষের কোচিংয়ে নিজেকে তৈরি করতে মরিয়া দীপ। ইস্টবেঙ্গল স্কুল ক্রিকেট আকাদেমিতে ভর্তি হওয়া প্রসঙ্গে দীপের বক্তব্য, খুব ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট খেলাটাকে উপভোগ করতাম। এরপর বিরাট কোহলির ব্যাটিং আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ কথা বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই কোহলির ব্যাটিং দেখেই ক্রিকেট মাঠে নেমে পড়া। কোহলির মতো পারফরম্যান্স করতে না পারলেও, আমার লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গল তথা বাংলা দলের জার্সি গায়ে মাঠে নামা। এর জন্য যতটা কঠিন অনুশীলনের পাশাপাশি কষ্ট করতে হয় তা করতে দ্বিধাবোধ করছি না। লক্ষ্য যেভাবেই হোক লাল-হলুদ জার্সি গায়ে বাইশ গজের লড়াইয়ে মাঠে নামা। আগামী দিনে কলকাতা ময়দানে দীপ তাঁর ব্যাটিং পারফরম্যান্সের জোরে দীপ জ্বালাতে পারে কিনা এখন সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

ইস্টবেঙ্গল মেম্বার্স লাউঞ্জ উদ্বোধন মঞ্চে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

মেম্বার্স লাউঞ্জ উদ্বোধনে লাল-হলুদ কর্তারা

কানমারি সোশ্যাল মহিলা ফুটবল আকাডেমিতে সংবর্ধিত ইস্টবেঙ্গলের তিন ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী, তুহিন দাস, শুভম সেন। সঙ্গে সংস্থার সভাপতি প্রবীর রায় চৌধুরী।

সম্পাদক : ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলী : রাজীব গুহ, পারিজাত মৈত্র ও অরূপ পাল

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে মানিক দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং কম্পেড ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে

(ফোন : ০৩৩-২২৪৮৪৬৪২, ০৩৩-২২১০০০৬০)।

e-mail:eastbengalclubindia@yahoo.com